বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার

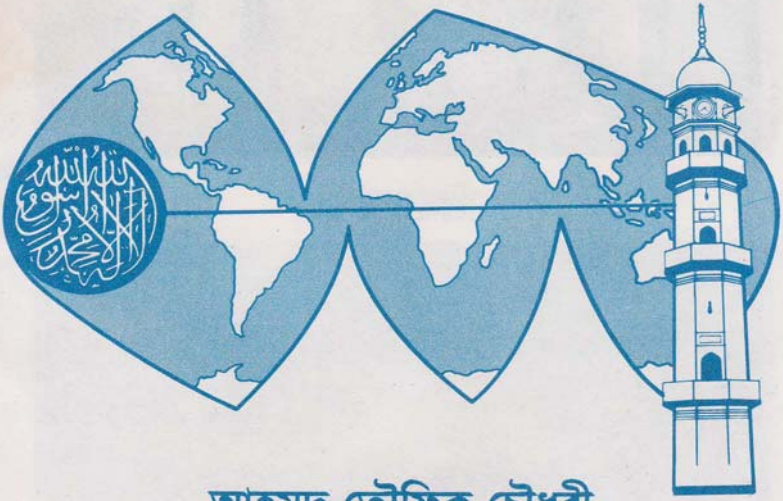

আহমদ তৌফিক চৌধুরী

প্রকাশনায় ঃ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

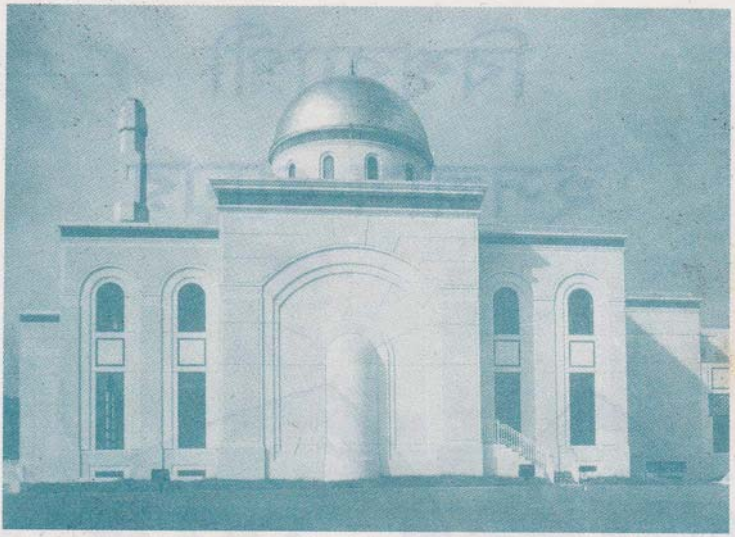

ওয়াশিংটন মসজিদ

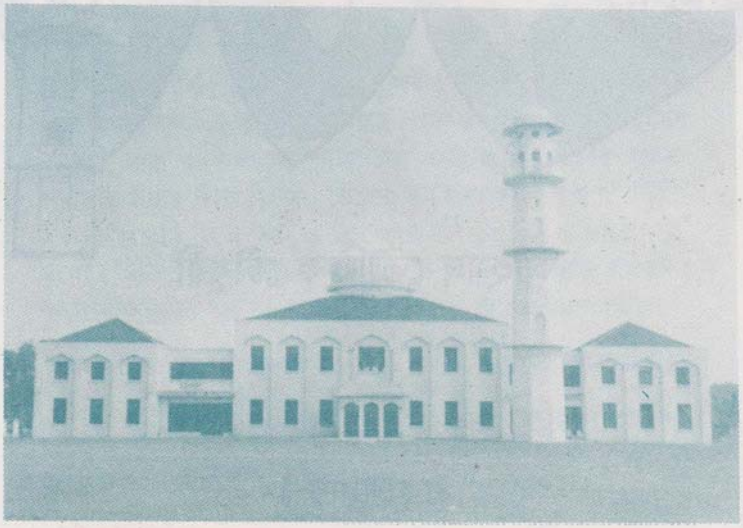

কানাডার মসজিদ

বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার

আহমদ তৌফিক চৌধুরী

প্রকাশনায় ঃ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড
ঢাকা-১২১১

প্রথম প্রকাশ ঃ
১৯৬২ইং (এই পুস্তকটি লেখকের প্রথম মুদ্রিত পুস্তক।
ভারত এবং বাংলাদেশ থেকে এর বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।)
বর্তমান সংস্করণ ঃ ১৯৯৭ইং

মুদ্রণে ঃ
ইন্টারকন এসোসিয়েটস্, ঢাকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার

দীন ইসলাম মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তির পরবর্তী তেইশ বৎসর জীবনকাল কেটেছে এর ভিত্তি স্থাপন করতে। বিশ্বধর্ম ইসলামকে সারা জগতে প্রচার করে যাওয়া এই অল্প কালের মধ্যে তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। তিরোধানের পূর্বে তিনি তাঁর অনুগামীদেরকে উপদেশ দিয়ে গেলেন ঃ –

"হে আমার শিষ্যমণ্ডলী ! তোমরা ধর্মের কর্তব্য কর্ম এবং কোরআন শিক্ষা করে সব লোককে তা শিক্ষা দাও, কেননা আমি মৃত্যুর অধীন।" বিদায় হজের খুতবায় সবাইকে নির্দেশ দিলেন অনুপস্থিতদের কাছে ইসলামের বাণী পৌছাবার জন্য। তিনি আরো বল্লেন, বাল্লিগু আন্নি ওলাও আয়াতান, অর্থাৎ একটি মাত্র আয়াত জানলেও তা প্রচার কর। এই সীমাবদ্ধ জীবনে সমস্ত জগতে প্রচার কার্য সমাধা করে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। অসমাপ্ত প্রচারকার্য শিষ্যমণ্ডলীকেই সমাপ্ত করতে হবে।

যতদিন পর্যন্ত মুসলমানগণ প্রিয় নবীর এই উপদেশানুযায়ী চলেছেন, ততদিন পর্যন্ত ইসলাম ক্রমাগত পৃথিবীতে প্রসার লাভ করেছে। খুলাফায়ে রাশেদীন ও প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে সুদূর চীন থেকে স্পেন এবং আবিসিনিয়া থেকে রাশিয়া পর্যন্ত ইসলাম ধর্ম বিস্তার লাভ করে।

কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলমানগণ যখন পার্থিব স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল এবং নবীগুরু (সাঃ)-এর প্রধান সুন্নত ও মুসলমানের প্রধান কর্তব্য সত্যের প্রচার হতে দূরে সরে ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পড়ল, তখন ইসলামের শত্রুরা সুযোগ বুঝে ইসলামকে ধরাপৃষ্ঠ হতে নিচিহ্ন করে ফেলবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। স্পেন থেকে মুসলমানদেরকে এমনভাবে বিতাড়িত করা হল যে, সেখানে তাদের কেউই অবশিষ্ট রইল না। মসজিদগুলিকে যাদুঘরে পরিণত করা হল। অন্যান্য স্থানের মুসলমানগণ ক্ষমতাচ্যুত হয়ে পরজাতির অধীনে কোন রকমে প্রাণ নিয়ে বসবাস করতে লাগল। সুযোগ পেয়ে খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ লক্ষ লক্ষ অসহায় মুসলমানকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করে নিতে লাগল। ইসলামকে ধ্বংস করবার জন্য খ্রীষ্টানগণ কীরূপ সাংঘাতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে, তা নিম্নের উদ্ধৃতি হতে সহজে বুঝা যাবে।

ভারতের বড়লাট লর্ড লরেন্স বলেছিলেন, "আমাদের সাম্রাজ্যকে সু-প্রতিষ্ঠিত করতে হলে খ্রীষ্টধর্মকে ভারতবর্ষে বিস্তৃত করার চাইতে অন্য কিছু অধিক বিবেচ্য হতে পারে না (Lord Lowrence's Life ii. P. 313) পাঞ্জাবের লেঃ গর্ভণর স্যার ডোনাল্ড মেকলিওড বলেছিলেন, "যদি আমরা ভারতবর্ষে আমাদের সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে চাই, তাহলে আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত যাতে এই দেশ খ্রীষ্টান হয়ে যায় (The Mission. By R. Clark, P-47, London 1904) ভারত বিষয়ক মন্ত্রী স্যার চালর্স উড ঘোষণা করেছিলেন,"আমি বিশ্বাস করি, প্রতিটি নূতন খ্রীষ্টান যে ভারতে জন্ম নেয়, তার সাথে ইংল্যান্ডের যোগ-সূত্র কায়েম হয়ে যায় এবং সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করার জন্য একটি নূতন বাহন হয়ে দাঁড়ায় (ঐ, ২৩৪ পৃঃ) ১৮৬২ সালে ইংল্যান্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড পামার ষ্টোন বলেছিলেন, "এ শুধু আমাদের কর্তব্যই নয়, বরং আমাদের স্বার্থও এ বিষয়ের সঙ্গে জড়িত যে, যতখানি সম্ভব আমরা খ্রীষ্ট ধর্মের প্রচারকে জোরদার করি এবং ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রান্তে একে প্রসারিত করি (ঐ)। জন হেনরীবুরুজ মুসলমান দেশগুলিতে খ্রীষ্টান ধর্মের উন্নতি সম্বন্ধে আলোকপাত করতে যেয়ে বলেছেন যে, 'ক্রুশীয় মতবাদের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ যেমন একদিকে লেবানন অন্যদিকে পারস্যের পর্বতমালা এবং বসফরাসের স্বচ্ছ জলরাশিকে আলোকে উদ্ভাসিত করেছে, তেমনি অদূর ভবিষ্যতে কায়রো, দামেস্ক এবং তেহরান যীশুখ্রীষ্টের সেবকবৃন্দ দ্বারা পূর্ণ দেখা যাবে। এমন কি ক্রুশীয় মতবাদ নির্জন আরবের নীরবতা ভঙ্গ করে যীশু খ্রীষ্টের ভক্তবৃন্দের দ্বারা মক্কানগরীর খাস কাবায় প্রবেশ করবে এবং কাবা গৃহে ক্রুশ ধর্মের অনন্ত জীবনের বাণী উচ্চারিত হবে (Christianity The world wide religion)

ইসলামকে বিনাশ করবার কি ভয়ানক পরিকল্পনা ! এসব পাঠ করলে মুসলমান মাত্রেরই শরীর শিউরে উঠবে।

ইউরোপের খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ ইসলামকে বিকৃত করে রঙ-তামাশার বিষয় রূপে মানুষের নিকট প্রচার করত। এর একটি মাত্র দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া হল।

"Everything maintained or invented to the disadvantage of Islam was greedily absorbed by Europe ; the picture which our forefathers in the Middle ages formed of Mohammed's religion appears to us a

malignant caricature". (Mohammadanism by G. S. Hurgronje, Pages 3-4)

ইসলামের এই ভয়ঙ্কর দুর্দিনে মুসলমান মৌলবী, মৌলানা এবং গদ্দিনশীন পীর সাহেবগণ অসহায়ভাবে আকাশের দিকে চেয়ে থেকে বনী ইসরাঈলের নবী ঈসা (আঃ)-এর আগমনের দিন গুণতে লাগলেন।

ইসলাম আল্লাহ্‌তা'লার মনোনীত ধর্ম। একে সর্বপ্রকার আক্রমণ হতে রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতিও তিনি দিয়েছেন। যথা ঃ –

"আমরাই এই ধর্ম ব্যবস্থাকে অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই একে রক্ষা করব" (সূরা হিজর–১ম রুকূ)। মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন যে, যখন মুসলমানগণ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা হতে দূরে সরে যাবে, তখন ক্রুশীয় মতবাদ সমস্ত জগতে প্রসার লাভ করবে। ক্রুশীয় ফেৎনা চরম আকার ধারণ করে যখন ইসলামকে গ্রাস করতে উদ্যত হবে, তখন আল্লাহ্‌তা'লা ইসলামের হেফাযতের জন্য তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই উম্মতের মধ্য হতে এক মসীহ্‌কে দণ্ডায়মান করবেন, যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ঃ–

"তোমাদের মধ্যে যে কেহ জীবিত থাকবে সে অচিরেই ঈসা ইবনে মরিয়ম রূপী ইমাম মাহ্‌দীকে ন্যায় মীমাংসাকারীরূপে আসতে দেখবে। তিনি ক্রুশ ভঙ্গ করবেন ও শূকর নিধন করবেন।" –(মসনদ, আহমদ বিন হাম্বল জিল্‌দ ২, পৃঃ – ৪১১)।

তিনি ক্রুশীয় মতবাদের অসারতা প্রমাণ করে বিশ্বের সকল লোককে ইসলামের প্রতি আহ্বান করবেন। তাঁর শুভাগমনের পর ইসলাম রাহুমুক্ত হয়ে পুনরায় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে। দীন ইসলামের বিশ্বময় প্রচার কার্য তাঁর সময়ে পূর্ণতা লাভ করবে। মহানবী মোহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ) এই প্রতিশ্রুত মসীহ্‌কে 'ক্রুশধ্বংসকারী' বলে উল্লেখ করে গিয়েছেন। অর্থাৎ ক্রুশকে কেন্দ্র করে বর্তমান খ্রীষ্ট ধর্মের যে ভ্রান্ত মতবাদ গড়ে উঠেছে, মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করে ক্রুশে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম বিশ্বাসকে ভঙ্গ করবেন। ক্রুশ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক সত্য ব্যাপার প্রকাশিত হওয়ার পর সত্য ধর্ম ইসলাম সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত হবে।

এই মহাবিজয় সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন ঃ –

"সেই তিনি, যিনি তাঁর রসূলকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্ম সহকারে পাঠিয়েছেন, যেন তিনি তাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করতে পারেন (সূরা সাফ্-১ম রুকূ)।

ইসলামের এই পূর্ণ বিজয়ের প্রতিশ্রুতি মসীহের সময়ে হবে বলে সকল তফসীরকারক মত প্রকাশ করেছেন।

ইসলামের এ হেন ঘোর দুর্দিনে আল্লাহ্‌তা'লা ইসলামের হেফাযতের জন্য তাঁর ওয়াদানুযায়ী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে প্রেরণ করেছেন। তিনি ঐশী আদেশে ইসলাম প্রচার ও মুসলমানদের সংগঠনের উদ্দেশ্যে আহ্‌মদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠা করলেন। এই মহাপুরুষ অর্থাৎ হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী (আঃ) ঈসা নবী (আঃ)-এর জন্য অপেক্ষারত অসহায় মুসলমানদিগকে আহ্বান করে বল্লেন – "মুসলমানগণ ! স্মরণ রেখ, আল্লাহ্‌তা'লা আমার দ্বারা তোমাদেরকে এই সংবাদ প্রদান করেছেন এবং আমি এই সংবাদ তোমাদের নিকট পৌছিয়েছি। এখন তা গ্রহণ করা বা না করা তোমাদের ইচ্ছাধীন। এ অতি সত্য কথা যে, হযরত ঈসা (আঃ) মরে গিয়েছেন এবং আমি কসম খেয়ে বলছি যে, যে প্রতিশ্রুত পুরুষের আসবার কথা ছিল, আমিই সেই ব্যক্তি। এ-ও অতি সত্য কথা যে, ইসলামের জীবন ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুতে নিহিত রয়েছে। তিনিই আল্লাহ্ যিনি হেদায়াত ও সত্যধর্ম সহকারে নিজের রসূলকে প্রেরণ করেছেন, যেন তার দ্বারা ইসলামকে তিনি সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করেন"–(আল্-হাকাম, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯০৬ ঈসাব্দ)। অতঃপর তিনি সমস্ত ফিরকার মুসলমানদেরকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংঘে একত্রিত হয়ে সম্মিলিতভাবে ইসলামের উপর সকল প্রকার আক্রমণ প্রতিরোধ ও সমস্ত জগতে ইসলাম প্রচারের জন্য আহ্বান করলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ মৌলবী, মৌলানা এবং হুজরানশীন পীর সাহেবগণ হযরত আহমদ (আঃ)-এর এই হিতকে বিপরীত মনে করে তাঁর স্বর্গীয় আন্দোলনের ভয়ানক বিরোধিতা করতে লাগলেন। এমনকি তারা ইসলামের এই বীর মুজাহিদের প্রাণ নাশের চেষ্টা করতেও ত্রুটি করলেন না। কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ্ যাঁকে ইসলামের হেফাযতের জন্য প্রেরণ করেছেন তাঁকে রক্ষা করবার দায়িত্বও তিনি নিজ হস্তে গ্রহণ করেছেন। সেই ঘোর দুর্দিনে তিনি ঘোষণা করলেন – "হে সত্যানুসন্ধিৎসুগণ এবং ইসলামের প্রকৃত প্রেমিকগণ ! আপনারা উত্তমরূপে অবগত আছেন যে, বর্তমান যে যুগে আমরা বাস করছি, তা এরূপ এক অন্ধকারের যুগ যে, এ যুগে কি ঈমান, কি আমল

সকল বিষয়েই ভয়ঙ্কর বিকার উপস্থিত হয়েছে এবং চতুর্দিকে যালালাত ও গোমরাহীর এক প্রচন্ড ঝড় প্রবাহিত হচ্ছে। . . . . . সত্য ও বিশ্বাসকে বিলোপ করবার উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টানদের শিক্ষাও কয়েক প্রকার সুড়ঙ্গ তৈয়ার করেছে এবং খ্রীষ্টানগণ ইসলামকে নির্মূল করবার উদ্দেশ্যে পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করতঃ মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার সমস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উপায় সৃষ্টি করে তা প্রত্যেক প্রকার চৌর্যবৃত্তি চরিতার্থের সুযোগ প্রয়োগ করছে এবং মুসলমানদিগকে লক্ষ্যচ্যুত করবার নূতন নূতন ব্যবস্থা ও তাদিগকে পথভ্রষ্ট করবার নব নব উপায় উদ্ভাবন করছে এবং যিনি সকল পবিত্রলোকের গৌরব, যিনি খোদাতা'লার সান্নিধ্যপ্রাপ্ত, সকল ব্যক্তির মুকুট এবং সকল বরণীয় নবীগণের অধিনায়ক – সেই পূর্ণ মানব [আঁ-হযরত (সাঃ)]-এর গুরুতর অবমাননা করছে। . . . . . অতএব খোদাতা'লা এই যাদু বা প্রতারণা পণ্ড করবার উদ্দেশ্যে এ যুগের খাঁটি মুসলমানগণকে এক মোযেজা প্রদান করেছেন অর্থাৎ তিনি তাঁর এই দাসকে স্বীয় ইলহাম, কালাম এবং বিশিষ্ট বরকত দ্বারা সম্মানিত করে এবং নিজ পথের বা ধর্মের সূক্ষ্ম-তত্ত্বসমূহ সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছেন এবং স্বর্গীয় তোহফা, উচ্চ ও মহান অলৌকিক নিদর্শন এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও তত্ত্বসমূহ তাঁকে দান করেছেন যেন এই স্বর্গীয় প্রস্তরের সাহায্যে সেই মোমের মূর্তি, যা ফিরিঙ্গীদের যাদু দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছে চূর্ণ বিচূর্ণ করা যায়। . . . . . হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ ! তোমরা আশ্চর্যান্বিত হবে না যে, খোদাতা'লা এহেন প্রয়োজনের সময় এবং এই গভীর অন্ধকারের দিনে এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃ অবতীর্ণ করেছেন এবং সর্বসাধারণের হিতার্থে বিশেষতঃ ইসলামের বাণীকে গৌরবান্বিত করবার জন্য এবং হযরত খায়রুল আনাম [হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)]-এর নূর প্রচার করবার উদ্দেশ্যে এবং মুসলমানদের সাহায্যকল্পে ও তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা বিশুদ্ধ করবার মানসে তিনি তাঁর এ বান্দাকে জগতে প্রেরণ করেছেন। . . . (এখন) সত্যের বিজয় হবে এবং ইসলামের জন্য পুনরায় সেই সজীবতা ও উজ্জ্বলতার দিন আসবে যা পূর্বে ছিল এবং সেই সূর্য পুনরায় স্বীয় গৌরব সহকারে উদিত হবে যেমন পূর্বে উদিত হয়েছিল" – (ফতেহ ইসলাম)। তিনি মহারাণী ভিক্টোরীয়াকে আহ্বান করে বল্লেন, "হে সম্রাজ্ঞী ! তওবা করুন, এবং আমার কথা শ্রবণ করুন, যাতে আল্লাহ্ আপনার ধন-সম্পদ, এবং আপনার অন্যান্য সব কিছু যার মালিক আপনি তাতে আশীষ ও কল্যাণ প্রদান করেন, এবং আপনি ঐ সব লোকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান যাদের উপর খোদার করুণা দৃষ্টি থাকে (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম)। অতঃপর তিনি আরও

ঘোষণা করলেন যে, "খোদাতা'লা আমাকে বারংবার সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি আমাকে বহু সম্মান দান করবেন এবং লোকদিগের অন্তরে আমার প্রতি ভালবাসার সৃষ্টি করবেন। তিনি আমার অনুসরণকারী সঙ্ঘকে সারা জগতে বিস্তৃত করবেন এবং তাদিগকে সকল জাতির উপর জয়যুক্ত করবেন। আমার অনুসরণকারীগণ এরূপ অসাধারণ জ্ঞান ও তত্ত্ব-দর্শিতা লাভ করবে যে, সত্যবাদিতার জ্যোতিতে এবং যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ ও নিদর্শনাবলীর প্রভাবে তারা সকলের মুখ বন্ধ করে দিবে। সকল জাতি এই মন্দাকিনী ধারা হতে তৃষ্ণা নিবারণ করবে এবং আমার সঙ্ঘ ফলফুলে সুশোভিত হয়ে দ্রুত বর্ধমান হবে এবং অচিরে সারা জগৎ ছেয়ে ফেলবে। বহু বিঘ্ন দেখা দিবে এবং পরীক্ষা আসবে, কিন্তু খোদা সেগুলিকে পথ হতে অপসারিত করে দেবেন এবং আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন" (তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া)। এর পর তিনি আরও বললেন, – "এই ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ রাখবে যে, অচিরেই এই যুদ্ধে বিরুদ্ধবাদীগণ অপদস্থ হয়ে পশ্চাদপসরণ করবে এবং ইসলাম বিজয়ী হবে" – (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম)। হযরত আহমদ (আঃ)-এর নিকট অবতীর্ণ একটি বাণী হল, "আমি তোমার নাম ও প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌছাব" –(তাযকেরা)। আল্লাহ্‌তা'লার এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আজ পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে আহমদী জামাত কর্তৃক ইসলাম প্রচার হচ্ছে। ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি মহাদেশগুলিতে লক্ষ লক্ষ লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে উক্ত ইলহামের সত্যতা সপ্রমাণ করছে। যে ইউরোপ কিছুকাল পুর্বে ইসলাম ও ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করত এবং ইসলাম ও হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে প্রচার করত সেই ইউরোপবাসী খ্রীষ্টানগণ আজ আহমদীয়া জামাতের প্রচারের ফলে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে ধন্য হচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তা নায়ক জর্জ বার্ণার্ড শ'র নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি পাঠ করলে ইসলামের ভবিষ্যৎ বিজয় সম্বন্ধে পাঠক কিছুটা আন্দাজ করতে সক্ষম হবেন ঃ

"The medieval ecclesiastics either through ignorance or bigotry painted Muhammadanism in the darkest colours. They were in fact, trained to hate both the man Muhammad and his religion. To them Muhammad was anti-Christ. I have studied him, the wonderful man and in my opinion far from being an anti-Christ, he must be called the Saviour of humanity. I believe, if a man like him were to assume dictatorship of the modern world, he

would succeed in solving its problems in a way that would bring in the much needed peace and happiness. Europe is beginning to be enamoured of the creed of Muhammad. In the next century it may go still further in recognising the utility of that creed In solving its problems and it is in this sense that you must understand my prediction. Already, even at the present time, many of my own people and of Europe as well have come over to the faith of Muhammad. And the Islamisation of Europe may be said to have begun." (On Getting Married By Bernard Shaw.)

অর্থাৎ – মধ্য যুগের খ্রীষ্টান পণ্ডিতগণ অজ্ঞানতা অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামকে জঘন্যরূপে প্রচার করত। প্রকৃত পক্ষে তাদেরকে এমনভাবে গড়ে তোলা হত, যাতে তারা মোহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর ধর্মকে ঘৃণা করে। তাদের মতে মোহাম্মাদ (সাঃ) খ্রীষ্টের শত্রু ছিলেন। আমি তাঁর জীবনী পাঠ করে দেখেছি। তিনি আশ্চর্য শক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন এবং আমার বিশ্বাস তিনি খ্রীষ্টের শত্রুতো দূরের কথা, তাঁকে মানবতার মুক্তিদাতা বলা উচিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যদি এইরূপ কোন ব্যক্তি বর্তমানকালে একনায়কত্ব গ্রহণ করেন তা হলে তিনি বর্তমান সমস্যাগুলির এরূপ সমাধান করতে সক্ষম হবেন যে, পৃথিবী শান্তি ও আনন্দে পূর্ণ হয়ে যাবে। এখন ইউরোপ ইসলামের শিক্ষাকে বুঝছে এবং আগামী শতাব্দীতে ইউরোপ নিজ সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য এই ধর্মের ব্যবস্থাকে আরও বিশেষভাবে গ্রহণ করবে। এই ভাবার্থে আমার ভবিষ্যদ্বাণীকে তোমরা গ্রহণ করবে। ইতিমধ্যে বর্তমান সময়েই আমার দেশের তথা ইউরোপের বহু অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং একে ইউরোপের ইসলামীকরণের সূচনা বলা যেতে পারে"। নিম্নের দু'টি উদ্ধৃতি হতে আহ্‌মদীয়ত সম্বন্ধে খ্রীষ্টানদিগের ভীতি ও অন্যের উপর এর প্রভাব সম্বন্ধে বুঝা সহজ হবে।

"The indirect result of the endeavour and enterprise of this movement can be stated by saying that through their influence and teaching, thouands of Muslims who do not belong to its membership form in fact a strong rampant against Christian missionary activity. Though these Muslims are not members of the Ahmadiyya movement

yet they persue its literature, so that armed with the knowledge and information contained therein, they should be in a position to cope with Christian attacks against Islam, and be able to present their religion in a new light."

(Islam By J. Christensen and A, Nellsen) অর্থাৎ "এই জামাতের প্রচেষ্টার ফল এরূপে বর্ণনা করা যায় যে, তাদের শিক্ষা এবং প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে এরূপ সহস্র সহস্র মুসলিম, যারা এই জমাতভুক্ত নয় তারাও খ্রীষ্টানদিগের প্রচারের বিরুদ্ধে সাংঘাতিক অস্ত্ররূপে পরিগণিত হচ্ছে। যদিও এইসব ব্যক্তি আহ্‌মদীয়া জমাতভুক্ত নয়, তবুও তারা আহ্‌মদীয়াদের গ্রন্থ ও পুস্তিকাসমূহ পাঠ করে থাকে, যাতে তাদের পুস্তক থেকে জ্ঞান লাভ করে তারা খ্রীষ্টান ধর্মের মোকাবেলা করতে পারে এবং ইসলামকে নূতনরূপে পেশ করতে সক্ষম হয়।"

ঘানা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্রীষ্টান অধ্যাপক S. G. Willimson তাঁর Christ or Muhammad নামক পুস্তকে লিখেছেন, – "But in some parts of the south, particularly along the Coast, the Ahmadiyya Movement is making great gains. The popular hope that Gold Coast would soon become Christian is in greater danger than we think . . . . . Numbers of educated young people have been attracted to the Movement.

That there is a challenge to the Christian Church cannot be doubted. It is not yet decided whether the cross or the cresent shall rule over Africa."

অর্থাৎ ঃ "ঘানার কোন কোন অঞ্চলে বিশেষভাবে উপকূলবর্তী এলাকায় আহ্‌মদীয়া মতবাদ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করছে। শীঘ্রই গোল্ডকোষ্টের সকল অধিবাসীদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আশা নিরাশায় পর্যবসিত হবে। এই বিপদ চিন্তাতীত রূপে বড়, যেহেতু শিক্ষিত যুবকদের একটি উল্লেখযোগ্য দল আহ্‌মদীয়তের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে চলেছে এবং নিশ্চয়ই তা খ্রীষ্ট ধর্মের জন্য এক প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। এটি ঠিক করে বলা যায় না যে, ক্রুশ অথবা হেলাল, কে আফ্রিকাকে শাসন করবে।"

খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ শেখ মোহাম্মদ আকরাম লিখেছেন, "সাধারণ মুসলমানরা তো তরবারির যুদ্ধের কল্পিত বিশ্বাসে বিভোর ও আত্মহারা। তারা না কর্মের জেহাদ করে, না তবলীগের জেহাদ করে। কিন্তু আহ্‌মদীরা অন্য জেহাদকে অর্থাৎ তাবলীগকে ধর্মীয় কর্তব্য মনে করে এবং তাতে তারা বিশেষ সাফল্যও অর্জন করেছে (মৌজে কাওসার, ১৭৯ পৃঃ)।

সুবহান আল্লাহ্! হযরত আহ্‌মদ (আঃ)-এর সত্যতার কি জ্বলন্ত নিদর্শন। মনে পড়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা যা শ্রবণ করে বিরুদ্ধবাদীগণ পাগলের প্রলাপ মনে করে হাস্য করেছে।

আজ সেই অসম্ভব কার্য সম্ভবে পরিণত হয়ে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও হযরত খাতামান্ নাবীঈন (সাঃ)-এর সত্যতা প্রমাণ করছে। আজ হতে বহু বৎসর পূর্বে মুজাদ্দিদে আযম হযরত আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) বলেছিলেন, "খোদা চান যে, ইউরোপ বা এশিয়া তথা পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে অবস্থিত পবিত্রচেতা ব্যক্তিদেরকে তৌহীদের দিকে আকর্ষণ করেন এবং আপন ভক্তগণকে এক ধর্মে একত্রিত করেন। এই আমার উদ্দেশ্য, যে জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি। অতএব তোমরা এই উদ্দেশ্যের অনুসরণ কর, নম্রতা, নৈতিকতা ও দোয়ার উপর ভর করে"–(আল্ ওসীয়্যত)।

"দেখ ঐ যুগ আসছে, বরং নিকটে এসে গিয়েছে, যখন আল্লাহ্‌তা'লা এই সিলসিলাকে পৃথিবীতে অত্যন্ত বরণীয় করে তুলবেন। এটি পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণে প্রসার লাভ করবে এবং দুনিয়ায় ইসলাম বলতে একমাত্র এই সিলসিলাকেই বুঝাবে। এ সেই আল্লাহ্‌তা'লার বাণী, যাঁর কাছে কোন কিছু অসম্ভব নয়"–(তোহ্‌ফায়ে গুলড়বীয়া)।

মিশন ঃ বর্তমানে ১৫৬টি দেশে ১০৫২৭টি আহ্‌মদীয়া জামাত স্থাপিত হয়ে ইসলামের প্রচার কার্য পরিচালিত হচ্ছে। পাক–ভারত–বাংলাদেশ এই হিসাবের মধ্যে নয়।

লন্ডন থেকে চল্লিশ মাইল দূরে টিলফোর্ড নামক স্থানে স্থাপিত হয়েছে এক বিরাট ইসলাম প্রচার কেন্দ্র–ইসলামবাদ।

মসজিদ ঃ ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে আহ্‌মদীয়া জামাত কর্তৃক ৫৬০৭টি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। পাক–ভারত–বাংলাদেশ এই হিসাবের মধ্যে নয়।

খ্রীষ্টধর্মের প্রধান কেন্দ্র ওয়াশিংটন, লন্ডন, ডেটন, দি হেগ, হামবর্গ, ফ্রাঙ্কফোর্ট, জুরিখ এবং নিউইয়র্ক সহ বহু নগরী হতে প্রত্যহ পাঁচবার আযান ধ্বনি ঘোষিত হচ্ছে।

দীর্ঘ সাতশত বৎসর পর স্পেনের পেট্রোআবাদে স্থাপিত হয়েছে এক বিশাল মসজিদ।

বিদ্যালয় ঃ ধর্মীয় ও জাগতিক বিষয়ে শিক্ষা দানের জন্য আফ্রিকা ও এশিয়ার বহু দেশে বহু সংখ্যক মাদ্রাসা, সেকণ্ডারী স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হয়েছে।

হাসপাতাল ঃ আফ্রিকা মহাদেশের বহু স্থানে ৩১টি মেডিকেল হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক কর্তৃক ঐ সকল মেডিকেল মিশন পরিচালিত হচ্ছে।

পত্রিকা ঃ বিভিন্ন জায়গা থেকে ১৭টি ভাষায় আমাদের নিজস্ব প্রেসে ৭৯টি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে।

এম, টি, এ ঃ পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশে দিবারাত্র নিজস্ব টি, ভিতে প্রচার কার্য চলছে।

কোরআনের অনুবাদ ঃ ৬০টি ভাষায় পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এবং আরো ৫৬টি ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে। যে ক্রুশীয় মতবাদ কিছুদিন পূর্বে ইসলামকে বিনাশ করে মুসলমানের প্রাণপ্রিয় কাবাগৃহে ক্রুশ চিহ্নকে স্থাপন করতে চেয়েছিল, সেই খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীগণ আজ হযরত মসীহ মাওউদ (আ:)-এর শিষ্যমন্ডলীর মোকাবেলায় ময়দান ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। ক্রুশ ধর্মের প্রাণ কেন্দ্র হতে দৈনিক পাঁচবার তৌহীদের বাণী উচ্চারিত হচ্ছে। ত্রিত্ববাদের কেন্দ্রস্থল ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশে ইসলামের শুভ্র মিনার আর চন্দ্রখচিত কৃষ্ণ পতাকা শোভা পাচ্ছে। ইউরোপের জনৈক নও-মুসলিম আহ্‌মদীয়া জমাতের ভূতপূর্ব ইমামের নিকট এক পত্রে লিখেছেন, "আমি কিছুকাল পুর্বে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তকের উপর অভিসম্পাৎ করতাম, আহ্‌মদীয়া জমাতের সাহায্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আজ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ না করে নিদ্রা যাই না।"

উপরে আহমদীয়া জামাত কর্তৃক ইসলাম প্রচারের যে সংক্ষিপ্ত নক্‌শা পেশ করা হল, তা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার সূচনা মাত্র। ইসলামের পূর্ণ বিজয়ের জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) স্বয়ং

তিন শতাব্দীর মেয়াদ নির্দিষ্ট করে গিয়েছেন। যথা "আজিকার দিন হতে তৃতীয় শতাব্দী গত হবে না, যখন ঈসা নবীর জন্য অপেক্ষারত কি মুসলমান কি খ্রীষ্টান সম্পূর্ণ নিরাশ ও হতাশ হয়ে এই মিথ্যা বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করবে এবং পৃথিবীতে তখন একই ধর্ম ও একই ধর্মনেতা হবে। আমি কেবল বীজ বপন করতে এসেছি, অতএব আমার দ্বারা বীজ বপিত হয়েছে, এখন তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে এবং ফুলফলে সুশোভিত হবে। কেউই তা রোধ করতে সক্ষম হবে না" – (তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতাইন)। অতএব হে ইসলামের প্রকৃত প্রেমিকগণ ! আসুন, আমরা মিলিতভাবে নিবেদিত প্রাণে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নিজ ভাষায় প্রার্থনা করি –

"হে প্রভু ! এই ধর্মের মর্যাদা ও প্রতাপ তুমি আমাকে দেখিয়ে দাও, সকল মিথ্যা ধর্মকে তুমি মিটিয়ে দাও। এইই আমার কামনা ! আমীন!!

ইমাম মাহদীর (আঃ) সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আখেরী যমানা, যুগান্ত বা কলিযুগে একজন মহাপুরুষের আবির্ভাবের সংবাদ সকল ধর্মের পুস্তকেই দেখতে পাওয়া যায়। এই মহাপুরুষকে ইমাম মাহ্দী, প্রতিশ্রুত মসীহ, মাহ্দীমীর বা কল্কি অবতার রূপে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর প্রকৃত নাম হবে, আহমদ (কোরআনের সূরা সফ্, বোখারী ফিত তারিখ, হুজাজুল কেরামা, কসিদা নিয়ামতউল্লা ওলী, যেন্দ আবেস্তা প্রভৃতি) বেহারুল আনওয়ার গ্রন্থে আছে যে, তাঁর নামের মধ্যে 'গোলাম' শব্দটি থাকবে। অর্থাৎ তাঁর নাম হবে, গোলাম আহ্মদ। তিনি পারস্য বংশের লোক হবেন (বোখারী কিতাবুত্ তফসীর) এই মসীহ গায়র ছুয়াদা বা অকোরেশ হবেন (আকমালুদ্দীন) তিনি সম্ভল এলাকার লোক হবেন (উল্লেখযোগ্য যে, সম্ভল এলাকা মঙ্গোলীয়ায় অবস্থিত) মঙ্গোলিয়ার আদিবাসীদেরকে মঙ্গোল বা মোঘল বলে। এ থেকে বুঝা যায় যে, এই প্রতিশ্রুত পুরুষ অ-আরবীয়, পারস্য বংশীয় মোঘল হবেন। মোঘল বংশের লোকদের নামের সঙ্গে মির্যা পদবী ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অতএব, এই মহাপুরুষের নাম 'মির্যা গোলাম আহমদ' হবে। ইনি দামেস্কের পূর্বদিকে অবস্থিত কোন একস্থান থেকে হবেন (মুসলিম) তিনি হিন্দ বা ভারতে আগমন করবেন (বোখারী ফিত্ তারিখ) তিনি কারা প্রদেশে আগমন করবেন (এরশাদুল মুসলেমীন, হুজাজুল কেরামা) বর্তমান পাঞ্জাব ও সিন্ধুর প্রাচীন নাম ছিল কারা (মাহে নও, চৈত্র, ১৩৬৪ বাংলা, পাকিস্তানের উপজাতি দ্রষ্টব্য)

ইমাম মাহদী পাঞ্জাবে আগমন করবেন (ইসলামী একাডেমী পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ৪২৬ পৃঃ) মাহ্‌দীমীর বাটালা পরগণায় আবির্ভূত হবেন (ভাইবালা জনম সাকী) মাহ্‌দী কাদ্‌য়া থেকে প্রকাশিত হবেন (জুয়াহেরুল আসরার) মাহদী খোরাশানের দিক থেকে আগত একটি দলের মধ্যে হবেন (মেশকাত) খোরাশান থেকে আগত দলকে কাদ্‌য়া বা কাদ্দি বলে (পাকিস্তানের উপজাতি পুস্তক দ্রষ্টব্য) এইসব বিবরণ থেকে বুঝা যায় যে, এই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ দামেস্কের ঠিক পূর্বদিকে অবস্থিত ভারতবর্ষের প্রাচীন কারা অঞ্চলের পাঞ্জাব প্রদেশের বাটালা তহসীল বা পরগণার অন্তর্গত কাদ্‌য়া, কাদিয়া বা অনুরূপ নামের কোন এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করবেন। উল্লেখযোগ্য যে, বাটালা পরগণায় অনুরূপ নামে মাত্র কাদিয়ান গ্রামটিই আছে। যুগের ব্যবধানে নামের মধ্যে এহেন রূপান্তর বিচিত্র কিছু নয়। কোন কোন হাদীসে আছে মাহদীর পিতার নাম আবদুল্লাহ্‌ নামের অনুরূপ (আব্দ অর্থ গোলাম) আবার কোন কোন বর্ণনায় আলী মর্তুজার নামের অনুরূপ হবে (বিহারুল আনওয়ার, ৯ পৃঃ) এই দুই নামের সমন্বয়ে আমরা সহজেই গোলাম মর্তুজা নামটি পেয়ে যাই। এই মাহদী বা কায়েম শুক্রবার দিন জন্ম গ্রহণ করবেন (বিহারুল আনওয়ার) তিনি এক ভগ্নীসহ যমজ জন্ম গ্রহণ করবেন (ফসুসুল হাকাম) তিনি গোধূম বর্ণের হবেন, তাঁর কেশ লম্বাটে এবং সরল হবে (বোখারী কিতাবুল ফিতন) তাঁর দক্ষিণ গণ্ডে একটি কাল তিল হবে (হাদীস)। তাঁর মাথায় পাগড়ী থাকবে (বিহারুল আনওয়ার) এই প্রতিশ্রুত মহামানবের একটা বিশেষ চিহ্ন হল, এক অভূতপূর্ব চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ (সূরা কিয়ামা, দারকুতনী, আকমালুদ্দীন, মহাভারত বনপর্ব, ভাগবত পুরাণ, গ্রন্থ সাহেব, বাইবেলের মথি ২৪ অধ্যায় প্রভৃতি)।

সম্মানীত পাঠকবৃন্দ ! আমরা জানি, কোন একজন মানুষের সঠিক পরিচয় লাভের জন্য তার নাম, ধাম বা ঠিকানা, দৈহিক আকৃতি, বিশেষ করে দেহে বা মুখে কোন একটি বিশেষ চিহ্নই যথেষ্ট। কারো একটি পাসপোর্ট বা পরিচয় পত্র পরীক্ষা করলে দেখবেন তাতে ব্যক্তির নাম, ঠিকানা, দৈহিক গঠন প্রভৃতি এবং বিশেষ চিহ্ন হিসাবে হয়ত একটি কাটা দাগ বা তিলেরও উল্লেখ আছে। আর এর মাধ্যমেই আমরা একজন মানুষের সঠিক পরিচয়ের ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়ে থাকি। কোন ব্যক্তি বিশেষের বেলায় যদি এই বিবরণই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়, তাহলে শেষযুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ সম্বন্ধে হাজার হাজার বৎসরের ব্যবধানে সংকলিত, নানা ভাষায় লিখিত, সৎ ও সাধু পুরুষদের স্পষ্ট এবং ব্যাপকভাবে বর্ণিত বিবরণগুলি কি তাঁর

পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট নয় ? খোদা-ভীতির সঙ্গে নিজের বিবেককে জিজ্ঞাসা করুন। মনে রাখবেন, একদিন সকল ব্যাপারে খোদার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আমরা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রতিশ্রুত পুরুষের পূর্ণ নাম, পিতার নাম, দেশ, অঞ্চল, প্রদেশ, পরগণা এবং গ্রামের ঠিকানা পেয়েছি। তাঁর বংশ, জন্মাবার স্থান এমনকি তাঁর সঙ্গে যে আরো একজন যমজ জন্ম নিবেন তা-ও জেনেছি। তাঁর পোষাক, দেহের বর্ণ, চুলের বিবরণ এমনকি তাঁর দক্ষিণ গালে একটি কাল তিল থেকেও তাঁকে চিনতে পেরেছি। শুধু কি তাই ? এই পৃথিবীর চাইতে লক্ষ লক্ষ গুণ বড় সূর্যের মধ্যেও এক বিশেষ গ্রহণের মাধ্যমে তাঁর আগমন সংবাদ (১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে) জগদ্বাসী দেখতে পেয়েছে। মহাশূন্যের বৃহৎ সূর্য হতে শুরু করে তাঁর পবিত্র মুখের একটি ক্ষুদ্র তিল পর্যন্ত তাঁর সত্যতার সাক্ষী দিয়ে গেল। এক কথায় বলতে গেলে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থগুলি প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের জন্য একটি পরিচয়পত্রের ন্যায় পরিচয় বহন করছে। এরপরও কি সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে ?

আহমদীয়া আন্দোলন

রসূলে করীম (সাঃ) বলেছিলেন, "পৃথিবীর একটি দিনও যদি অবশিষ্ট থাকে তাহলে আল্লাহ্ তাকে দীর্ঘ করে হলেও তাতে আমার নামে (বুরুজরূপে) একজনকে পাঠাবেন পৃথিবীতে শান্তি ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য (বোখারী, মোসলেম)। উল্লেখযোগ্য যে, আল্লাহ্‌র একদিন হল, আলফা সালাতিন মিম্মা তাউদ্দুন অর্থাৎ মানুষের গণনায় এক হাজার বৎসর। এ থেকে বুঝা যায় যে, কিয়ামতের হাজার বৎসর পূর্বে ইমাম মাহদীর (আঃ) আবির্ভূত হওয়ার কথা। তখন নামে মাত্র ইসলাম হবে, আলেমরা শুধু ফেৎনা সৃষ্টি করতে এবং ফতোয়ার তরবারি দিয়ে একে অপরকে কেটে ছেটে দিতে ব্যস্ত থাকবে (বয়হকী)। মুসলমানেরা হুবহু ইহুদীদের অনুরূপ হয়ে যাবে (তিরমিযী)। এ সব যে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে তা সবাই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। যুগের কণ্ঠস্বর কবি সাহিত্যিকরাও এর সাক্ষী দিয়ে গেছেন। কবি হালি মুসাদ্দাস এ (১৮৯৭) লিখেছেন,

রাহাদীন বাকী না ইসলাম বাকী।

এক ইসলামকা রাহ গিয়া নাম বাকী।

অর্থাৎ–ধর্মও নেই, ইসলামও নেই, আছে শুধু তার নাম।

কবি ইকবাল বাঙ্গে দারায় বলেছেন,

ওযামে তুমহো নাসারা তো তমদ্দুন মে হনুদ,

ইয়ে মুসলমাঁ হ্যায় জিনহে দেখকে শরমায়ে ইয়াহুদ ?

অর্থাৎ–মুসলমানেরা আকৃতিতে খ্রীষ্টানের মত, প্রকৃতিতে হিন্দুর ন্যায়, এমন কি এদেরকে দেখে ইহুদীরাও লজ্জা পায়। তিনি বলেছেন,

কারে মোল্লা ফি সাবিলিল্লা ফসাদ,

কারে কাফির ফি সাবিলিল্লাহ্ জেহাদ।

অর্থাৎ–মোল্লা মৌলবীদের কাজ শুধু ফাসাদ সৃষ্টি করা, অপরদিকে যাদেরকে কাফের বলে ফতোয়া দেওয়া হয় তারাই সত্যিকার জেহাদে রত।

একতারাবাতুস সায়াত কিতাবে বলা হয়েছে, "এখন ইসলামের শুধু নাম এবং কোরআনের মাত্র অক্ষরগুলি অবশিষ্ট আছে। মসজিদগুলি বাহ্যিকভাবে আবাদ হলেও একেবারে হেদায়াতশূন্য। আলেমরা আকাশের নীচে নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত হয়েছে (১২ পৃঃ)।

ডঃ শহীদুল্লাহ বলেছেন, 'ইসলাম আজ যে রূপ নিয়েছে তা-ও একটা বাঁধন বৈকি। অর্থ বুঝা নাই কেবল শব্দের আবৃত্তি, অনুষ্ঠান আছে নাই তার আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য ; বাহ্যিকতা আছে, নাই আন্তরিকতা। এসব ভণ্ডামি, এর চেয়ে সাফ নাস্তিক হওয়া ভাল' (সংবর্ধনা গ্রন্থ)।

এমনি যুগে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইমাম মাহদী (আঃ) কাদিয়ান নামক স্থানে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে, ১২৫০ হিজরী সনে, ৫৫৯৪ ইহুদী বর্ষে, ১৮৯১ বিক্রমাব্দে, ১২০৩ পার্শী সালে জন্মগ্রহণ করেন। এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশে ইসলামী শরীয়তকে বাতিল ঘোষণাকারী বাহাউল্লাহ্‌র মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্বে ১৮৮৯ সনের ২৩শে মার্চ, ১৩০৬ হিজরীর ২০শে রজব, মোতাবেক ১২৯৬ বাংলার ৬ই চৈত্র বাবে লুদ বা লুধিয়ানা শহরে সর্বপ্রথম আহমদীয়া জমাত প্রতিষ্ঠা করেন।

মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রহঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন যে, আঁ-হযরতের (সাঃ) মৃত্যুর হাজার বৎসর এবং আরো কতিপয় বৎসর পর এমন এক যমানা আসবে যখন মোহাম্মদী সত্তা উঠে গিয়ে হকীকতে কাবার মকামের সঙ্গে এক হয়ে যাবে। তখন হকিকতে মোহাম্মদীর নাম হকীকতে আহমদী হবে। . . . . . তখন মসীহ নবীউল্লাহ্ (আঃ) আবির্ভূত হবেন এবং মোহাম্মদী শরীয়ত অনুযায়ী কার্য পরিচালনা করবেন (মকতুবাত, ১ম খন্ড, ২০৯, নম্বর)।

আহমদী জমাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত আহমদ (আঃ) বলেন, "এই সম্প্রদায়ের নাম 'আহমদীয়া মুসলমান সম্প্রদায়' রাখার কারণ আমাদের নবীর

(সাঃ) দু'টি নাম ছিল একটি মোহাম্মদ (সাঃ) অপরটি আহমদ (সাঃ) . . . . . ভবিষ্যদ্বাণী ছিল শেষ যুগে আহমদ নামের বিকাশ হবে . . . . সুতরাং এজন্যই এই সম্প্রদায়ের নাম আহমদীয়া সম্প্রদায় রাখা সমীচীন মনে করা হয়েছে (ইস্তেহারঃ ৪ঠা মার্চ, ১৯০০ইং)।

আজ এই জমাত ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মিশন স্থাপন করে ইসলাম প্রচার করে যাচ্ছে। অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল স্থাপন করেছে, বহু ভাষায় কোরআনের অনুবাদ, অসংখ্য ভাষায় পুস্তক এবং পত্রিকা প্রকাশ করেছে। ত্রিত্ববাদের কেন্দ্রস্থলসহ বহু দেশে মসজিদ তৈরী করেছে। ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, দাজ্জাল শহরের দিকে ধাবিত হয়ে দেখতে পাবে এবং বলবে এ যে মসজিদে আহমদ (ইকতেরাবুস্ সায়াত ৩৭ পৃঃ) অর্থাৎ দাজ্জালী ফেৎনার (খ্রীষ্টধর্মের) বড় বড় মদীনা বা তমদ্দুন কেন্দ্রগুলিতে আহমদী মসজিদ স্থাপিত হতে দেখে দাজ্জাল নিরাশ হয়ে যাবে।

খ্রীষ্টান পত্রিকা নবযুগ লিখেছে, "গ্রেট বৃটেনের একজন প্রখ্যাত আহমদী নেতা ইমাম রফিক যুক্তরাজ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য ২০ লক্ষ ডলারের ঘোষণা করেছেন। অনেক মুসলমান নেতা দাবী করেছেন যে, ইউরোপ ও আমেরিকায় খ্রীষ্টধর্ম ব্যর্থ হয়েছে। উপরোক্ত নেতা বলেছেন যে, বৃটেন এখন ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হবার জন্য তৈরী রয়েছে (মে, জুন-১৯৭৮, ৪২ পৃঃ)।

জনৈক বাংগালী মুসলমান আজ থেকে ৮৫ বৎসর পূর্বে লিখেছিলেন, "মির্যা সাহেব মুসলমানদের উন্নতি কল্পে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ছাত্রাবাস, প্রচার সমিতি ইত্যাদি স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন (প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩১৮ বাংলা)।

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডকটর এনামুল হক লিখেছেন, "একমাত্র আহমদী সম্প্রদায় (যাঁহাদিগকে লোকে সচরাচর কাদিয়ানী আখ্যায় আখ্যাত করিয়া থাকে) ব্যতীত মুসলমানদের মধ্যে অন্য কোন সম্প্রদায়ের লোক বর্তমানে উল্লেখযোগ্যরূপে ইসলাম প্রচারে (ইশায়াত-ই-ইসলাম) মনোযোগী ও তৎপর কিনা বলিতে পারি না (শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ, ৩৪ পৃঃ)।

হ্যাঁ, একমাত্র আহমদীয়া জমাতই সমগ্র বিশ্বে সত্যিকার অর্থে ইসলাম প্রচার করে চলেছে। অন্যদের ইসলাম প্রচারের একটা নমুনা দেওয়া গেল।

জামাতে ইসলামী পত্রিকা জাহানে নও লিখেছে, 'আমরা আল্ আজহার বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিশজন মুবাল্লিগ নিয়েছিলাম। তারা সেখানে ইসলামের পরিবর্তে সমাজতন্ত্র ও আরব জাতীয়তাবাদের প্রচার শুরু করে দেয় (নভেম্বর; ১৯৬৯ বিশেষ সংখ্যা ৪৩ পৃঃ)।

আসলে যার কাজ তারই সাজে। ইসলামের প্রচার ও বিজয় ইমাম মাহদীর জন্য নির্দ্ধারিত।

অপরের দৃষ্টিতে আহ্‌মদীয়ত

১) আহমদী জমাতের প্রতিষ্ঠাতা সম্বন্ধে মওলানা আবুল কালাম আজাদ লিখেছিলেন, "তিনি এক মহান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর লেখনী ও কথার মধ্যে যাদু ছিল। তাঁর মস্তিক ছিল মূর্তিমান বিস্ময়। . . . . . তাঁর অঙ্গুলি সংকেতে বিপ্লব সংঘটিত হত। . . . . তিনি প্রলয় বিষাণ হয়ে নিদ্রিতকে জাগ্রত করতেন। . . . . . ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলায় তিনি 'যেরূপ বিজয়ী সেনাপতির ন্যায় কর্তব্য সম্পাদন করেছেন, তাতে আমরা এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, যে মহান আন্দোলন আমাদের শত্রুগণকে দীর্ঘকাল যাবৎ বিপর্যস্ত ও পর্যুদস্ত করে রেখেছিল তা যেন ভবিষ্যতেও কায়েম থাকে। খ্রীষ্টান এবং আর্যদের বিরুদ্ধে মির্যা সাহেব যে সকল পুস্তক রচনা করেছেন তা জনগণের মধ্যে অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে" (উকিল পত্রিকা, ২৩শে জুন ১৯০৮ইং)।

২) আহমদী জমাতের প্রথম ও প্রধান শত্রু মৌঃ মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী তার পত্রিকায় লিখেছেন, "বরাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থের প্রণেতার জীবন ও অবস্থা সম্বন্ধে আমি যতদূর জানি সমসাময়িক লোকের মধ্যে খুব অল্প লোকই তা জানে। মির্যা সাহেব ও আমি একই অঞ্চলের অধিবাসী। . . . . আমার মতে এই গ্রন্থ (বরাহীনে আহমদীয়া) বর্তমান জমানার চাহিদানুসারে এমন একটি গ্রন্থ যার তুল্য অপর কোন পুস্তক ইসলামে আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। এর প্রণেতা ইসলামের সেবায় ব্যক্তিগত আর্থিক ত্যাগ, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম এবং লেখনী ও বক্তৃতায় এমন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত যে, পূর্ববর্তী মুসলমানের মধ্যে এর তুলনা অতি বিরল" (এশায়াতুস্‌সুন্নাহ্‌, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা)।

৩) দিল্লীর কার্জন গেজেট পত্রিকার সম্পাদক লিখেছেন, "আর্য সমাজী ও খ্রীষ্টানদের মোকাবেলায় মরহুম যে ইসলামী খেদমত করেছেন তা বস্তুতই খুব প্রশংসার যোগ্য। তিনি মুনাযেরার (বিতর্ক) ধারাকে সম্পূর্ণরূপে বদলিয়ে দিয়েছেন এবং ভারতে এক নূতন সাহিত্যের বুনিয়াদ কায়েম করেছেন। একজন মুসলমান হিসাবে এবং গবেষক রূপে আমি একথা স্বীকার করছি যে, কোন বড় থেকে বড় আর্য সমাজী বা পাদ্রীর পক্ষে মরহুমের মোকাবেলায় মুখ খোলার ক্ষমতা ছিল না। . . . . . তাঁর কলমে এরূপ অপূর্ব শক্তি ছিল যে, শুধু পাঞ্জাব নয় সমগ্র ভারতেও তার তুল্য কোন শক্তিশালী লেখক নেই। তাঁর

জোড়াল সাহিত্য নিজ গৌরবে সম্পূর্ণ অপূর্ব (কার্জন গেজেট, ১লা জুন, ১৯০৮ইং)।

৪) ১৯৩৪ সালে দিল্লী থেকে মৌঃ নুর মোহাম্মদ কর্তৃক প্রকাশিত মওলানা আশরাফ আলী থানবীর কোরআনের তরজমার ভূমিকায় আছে, "ইংরাজদের সাহায্যে পাদ্রীগণ ভারতবর্ষে যখন ভয়ানক প্রচারণা কার্য আরম্ভ করল তখন কাদিয়ানের মৌঃ গোলাম আহমদ দণ্ডায়মান হয়ে পাদ্রী ও তাদের দলবলকে বললেন, "যে ঈসার কথা তোমরা প্রচার করছ তিনি অন্যান্য লোকের ন্যায় মৃত্যুবরণ করেছেন আর যাঁর আগমনের সুসংবাদ প্রদান করছ সেই ঈসা স্বয়ং আমি।' – এইভাবে তিনি ভারত থেকে শুরু করে সুদূর ইংল্যাণ্ড পর্যন্ত সকল পাদ্রীকে পরাজিত ও ঘায়েল করে ছাড়লেন" (পৃষ্ঠা–৩০)।

৫) কবি ইকবাল বলেছেন, "বর্তমান ভারতে মুসলমানদের মধ্যে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী হলেন সবচেয়ে বড় ধর্মীয় চিন্তাবিদ (ইন্ডিয়ান এন্টিকুমেরি, সেপ্টেম্বর ১৯০০ইং)।

৬) স্যার সৈয়্যদ আহমদ–"লোক কেন মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেবের বিরুদ্ধাচরণ করে ? . . . . . তিনি তো নেক, নামাযী এবং পরহেযগার ব্যক্তি (মকতুবাতে স্যার সৈয়্যদ, ১৭৯ পৃঃ)।

৭) সৈয়্যদ ওয়াহিদউদ্দীন, সম্পাদক আলীগড় ইনষ্টিটিউট গেজেটে লিখেছেন, " মরহুম একজন সর্বজনস্বীকৃত লেখক ছিলেন . . . . . ১৮৭৪–৭৬ সাল পর্যন্ত খ্রীষ্টান, আর্য এবং ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর অসীরূপী কলমকে পরিচালনা করেছেন। . . . . তিনি তাঁর লিখা ৮০ খানা পুস্তক রেখে গেছেন, যার মধ্যে ২০টি আরবী . . . . . নিঃসন্দেহে মরহুম ইসলামের একজন বড় পাহলোয়ান ছিলেন (১৯০৮ইং সংখ্যা)।

৮) উকিল পত্রিকার সম্পাদক মওলানা আবদুল্লাহ্ এমাদী বলেন, "চরিত্রের দিক দিয়ে মির্যা সাহেবের আঁচলে একটি ক্ষুদ্র দাগও দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি এক পবিত্র জীবন যাপন করেছেন" (উকিল, ৩০শে মে ১৯০৮)।

৯) আল্লামা নিয়াজ ফতেহপুরী লিখেছেন, "আমি তাঁকে খতমে রিসালতের স্বীকারকারী এবং প্রকৃত অর্থে আশেকে রসূলরূপেই পেয়েছি। তৎসঙ্গে মির্যা সাহেবের জীবন অনুসন্ধান করে আমি যা জানতে পেরেছি তা হল, তিনি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বা–আমল, অত্যন্ত সৎসাহসী ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করে তাঁর আমলী শিক্ষাকে পেশ করেছেন। যা একমাত্র নবী ও খলীফা রাশেদীনের যুগেই পাওয়া যেত" (মাসিক নিগার, নভেম্বর, ১৯৬১)।

১০) মওলানা মোহাম্মদ আলী জওহর লিখেছেন, "আহমদী জমাত কি ধর্মত্যাগী ? ওরা কি এখন আর মুসলমান নয় ? আমার কাছে আহমদীদেরকে মুর্তাদ এবং কাফের বলা অত্যন্ত যুলুম, বেইনসাফি ব্যাপার। . . . . কেননা ওরা আহলে কেবলা, তৌহীদ, রেসালাত, কোরআন এবং হাদীসের মান্যকারী এবং এবাদত ও অন্যান্য ব্যাপারে হানাফী ফিকাহ্‌র উপর আমলকারী। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতকে ফরয জ্ঞান করে তার উপর আমল করে থাকে। কোরআনকে আল্লাহ্‌র কালাম, রসূলুল্লাহ্‌কে সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল জ্ঞান করে" (দৈনিক হামদর্দ)।

১১) মৌঃ জাফর আলী খান, সম্পাদক 'জমীনদার' পত্রিকায় বলেন, "আহমদীয়া জমাতের মুসলমানগণ ইসলামের অমূল্য খেদমত করে যাচ্ছেন" (২৪শে জুন, ১৯২৩)। অন্যত্র বলেছেন, "ঘরে বসে আহমদীদেরকে মন্দ বলা অত্যন্ত সহজ। কিন্তু একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, ইহাই একমাত্র জামাত যারা তাদের মিশনারীকে ইংল্যাণ্ড এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেছে" (৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৬ই)।

১২) ডাঃ সাইফুদ্দীন কিচলু, 'বর্তমানে ভারতবর্ষে খ্রীষ্টানদের প্রচারের মোকাবেলায় একমাত্র আহমদী সংগঠনের তাবলীগকেই দাঁড় করান যায়। কিন্তু ত্যাগ-তিতীক্ষা, আনুগত্য ও উৎসাহের দিক দিয়ে খ্রীষ্টানদের সংগঠন জমাতে আহমদীয়ার ধারে কাছেও পৌছাতে পারবে না" (তনযিম পত্রিকা, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯২৬ইং)।

১৩) মাশরেক পত্রিকার সম্পাদক লিখেছেন, "বর্তমানে ভারতবর্ষে যতগুলি মুসলমান ফিরকা আছে তারা কোন না কোনরূপে ইংরেজ অথবা হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে চলেছে। একমাত্র আহমদী জমাতই প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের ন্যায় কোন ব্যক্তি বা দলের দ্বারা প্রভাবিত নয়। এরা প্রকৃতভাবে ইসলামের খেদমত করে যাচ্ছে (১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ইং)।

১৪) বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডঃ এনামুল হক লিখেছেন, "একমাত্র আহমদী সম্প্রদায় (যাঁহাদিগকে লোকে সচরাচর কাদিয়ানী আখ্যায় আখ্যাত করিয়া থাকে) ব্যতীত মুসলমানদের মধ্যে অন্য সম্প্রদায়ের লোক বর্তমানে উল্লেখযোগ্য রূপে ইসলাম প্রচারে (ইশাআত-ই-ইসলাম) মনোযোগী ও তৎপর কিনা বলিতে পারি না। অথচ ইসলাম প্রচার হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবনের একটি প্রধান কাজ বলিয়া ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার প্রত্যেক উম্মতের (সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের) জন্য ইহা সুন্নত এবং কোন কোন ফকীহ মুসলিম শাস্ত্রকারের মতে ইহা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয-ই-কিফায়া বা সার্বজনীন কর্তব্য" (শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ, ৩৪ পৃষ্ঠা)।

১৫) পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বলেন, "আপনারা যদি আফ্রিকার ঘটনাবলীর প্রতি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পাবেন ইসলাম প্রচারকদের একটি ক্ষুদ্র দল অত্যন্ত সীমিত সম্পদ নিয়ে লোকদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে চলেছে" (পাকিস্তান টাইমস, ৯ই মে, ১৯৬৩ইং)

১৬) 'কাদিয়ান নামক এলাকার গৌরবের কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণনার প্রয়োজন নেই। সারা পৃথিবীর লোকই আজ এই স্থানের পরিচিতি সম্পর্কে অবহিত। মাত্র ৬১ বছর পূর্বেও ঐতিহাসিকভাবে অজ্ঞাত ও অখ্যাত একটি এলাকা কীভাবে আজ সভ্যতার পাদপীঠ হিসাবে দৃশ্যমান হয়েছে, তা বাস্তবিকই বিস্ময়ের ব্যাপার! বস্তুতঃ মির্যা গোলাম আহমদ স্যাহেবের আবির্ভাবই এই অঞ্চলের সার্বজনীন খ্যাতি এনে দিয়েছে। এই আধ্যাত্মিক চিন্তাবিদের সীমাহীন প্রজ্ঞা ও ভাবের সমুদ্রকে যারা কিছুটা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, কাউন্ট টলষ্টয় তাদের অন্যতম। তাঁর (টলষ্টয়) মতে মির্যা সাহেবের বক্তব্য ও ব্যক্তিত্ব অনন্যসাধারণ। ফলতঃ, যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদ এই মহাপুরুষের জীবন ও কার্যক্রম সম্পর্কে লক্ষ্য করেছেন, তারা প্রত্যেকেই তাঁর মধ্যে অত্যাশ্চর্য্য প্রতিভা ও সান্ত্বনার বাণী প্রত্যক্ষ করেছেন। মির্যা সাহেবের মতে, মানুষ ও তার স্রষ্টার মধ্যে সম্পর্কের ব্যবধান যে দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে তাকে কমিয়ে এনে উভয়ের যোগসূত্র পুনঃ স্থাপন করাই তাঁর আবির্ভাবের প্রধান লক্ষ্য। স্বাভাবিক ভাবেই পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকেরা তাঁর প্রতি উৎসুক্য প্রদর্শন করে এবং অনেকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ হিসাবে তাঁকে বরণ করে নেয়। আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতিতে তাঁর অনুসারী রয়েছে এবং তারা ক্রমশই অধিক থেকে অধিকতর সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। এমন কি (১৯৪৭ সালে) ভারত যখন দ্বিধাবিভক্ত হয়, তখনো কাদিয়ানে যথেষ্ট সংখ্যক পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক এবং দরবেশের বসবাস ছিল। এই পটভূমিতে কেউ যদি আজকেও কাদিয়ানকে জানতে চায়, তাহলে তারা সহজেই সেখানকার আহ্‌মদীদের ধৈর্য, বিশ্বাস ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পরিচয় পেতে পারে (Sentinel, ১৪ই জুলাই, ১৯৫১)।

১৭) 'আহ্‌মদীরা হল এমন একটি সম্প্রদায় যারা সত্যিকার অর্থেই গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী ও আইন মান্যকারী মানসিকতার অধিকারী। বিচার বিভাগীয় নথি-পত্রের ভিত্তিতে তাদের সম্পর্কে এই মন্তব্য করা চলে যে, তারা এককভাবে সমস্ত প্রকার দুর্নীতি থেকে মুক্ত একটি সমাজ (The Statesman, ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯)।

১৮) সাপ্তাহিক রিয়াসত পত্রিকার সম্পাদক বলেন, "যারা যথার্থভাবে আহমদীয়াদের ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ও উচ্চ নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে অবহিত তারা একথা ভালভাবেই জানেন যে, খোদা না করুন, এমন যদি কখনো ঘটে যে, পৃথিবীর সমস্ত আহমদীদেরকে ধ্বংস করে, তাদের স্থাবর-অবস্থাবর সব সম্পত্তি বিনষ্ট করে শুধুমাত্র একজনকে বাঁচিয়ে রেখে তার আহ্‌মদীয়তের বিশ্বাস পরিবর্তনের জন্য চাপ প্রয়োগ করা হয় এবং বিশ্বাস পরিবর্তন না করলে তাকেও অন্যদের মত ধ্বংস করার হুমকি প্রদান করা হয়, তাহলে এই অবস্থায়ও উক্ত আহ্‌মদী তার নিজ বিশ্বাস পরিবর্তন করার চেয়ে বরং মৃত্যুকেই শ্রেয়ঃ বলে আলিঙ্গন করবে (১৬ মার্চ, ১৯৫৩)। তিনি আরো লিখেছেন যে, "একথা আমরা অত্যন্ত দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলতে পারি যে, একজন উঁচুদরের গয়ের আহ্‌মদী ধর্মনেতাও তার ধর্মজ্ঞান ও আদর্শের বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে একজন সাধারণ আহ্‌মদীর সাথে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হবে না (ঐ. ১৩ নভেম্বর, ১৯৫৫)।

আহ্বান

দে সাড়া আজ মাহদীর ডাকে ওরে আমার দেশের ভাই !
দেখ চেয়ে তুই সুদূর পানে জাগছে সারা জগতটাই।
ত্রিত্ববাদের কেন্দ্রভূমি ইউরোপ আর মার্কিন দেশে,
মিনার হতে তৌহীদবাণী দূর দিগন্তে যাচ্ছে ভেসে।
আফ্রিকার ঐ নূতন প্রাতে দিচ্ছে আযান নও বেলাল,
সলীব আজি ব্যর্থ সেথা, জয়ী হল আল্ হেলাল।
সূর্যের দেশ জাপান হতে ইসলাম রবির উদয় স্থান,
জাগছে সবাই জাগার পালা, চতুর্দিকে জাগার গান।
উর্দ্ধ হতে ফিরিশ্‌তারা বলছে ডেকে–'সুপ্রভাত'।
নিম্ন থেকে শয়তান বলে, সুবে-কাযেব, এখন রাত।
হাজার মাসের রাত্রি শেষে আসল যবে শুভ দিন
অন্ধকারের বুক চিরে তাই ডাকল মাহদীর মোয়ায্‌যিন।
এই আযানের ধ্বনীর সাথে ঘুম ফেলিয়ে আসল যারা
এক ইমামের পিছনে সব কাতার বেঁধে হচ্ছে খাড়া।
এখন যদি ঘুমিয়ে থাকিস, যাবে চলে সুবে-সাদেক।

কতিপয় ভাষায় কোরআনের অনুবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত এই ষাটটি ভাষায় পবিত্র কোরআনের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশ করেছে

আল বানিয়ান, অহমিয়া, বাংলা, বুলগেরীয়ান, চীনা, চেক, ডাচ, ডেনিশ, ইংলিশ, ইম্পারেন্টো, ফিজিয়ান, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, গ্রীক, গুজরাটি, গুরুমুখী, হাওসা, হিন্দী, ইগবো, ইন্দোনেশীয়ান, ইটালিয়ান, জাপানী, কিকুউ, কুরিয়ান, লুগাণ্ডা, মালয়ী, মালায়ালাম, মনিপুরী, মারাঠি, মেণ্ডি, ওরিয়া, পার্শী পুস্তো, পোলিশ, রাশিয়ান, পর্তুগীজ, পাঞ্জাবী, সারাইকী, সিন্ধী, স্পেনিশ, সোয়াহেলী, সুইডিস, তাগালগ, তামিল, তেলেগু, তুর্কি, তোভালু, উর্দু, ভিয়েতনামী, ইউরোবা, নওরোজিয়ান, ফান্টী, সুদানী, কাশ্মীরি, কুর্দিশ, কানারী, কিকাম্বা, হাঙ্গেরীয়ান, হিব্রু, বার্মিজ।

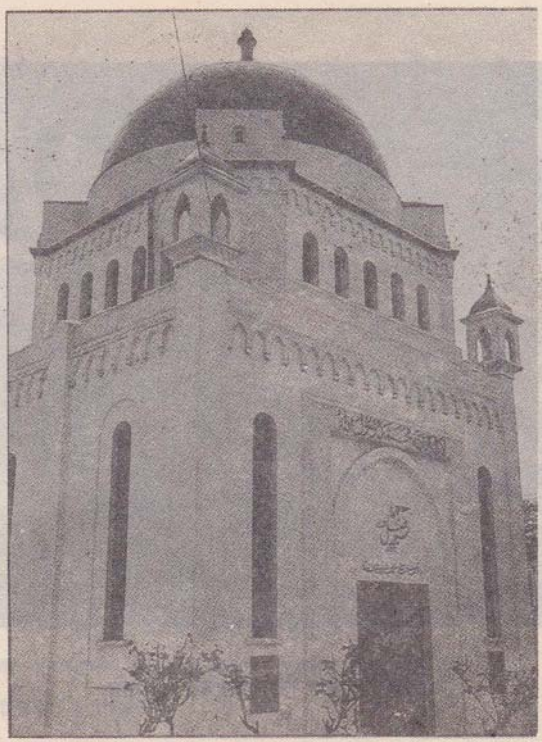

লন্ডনের প্রথম মসজিদ

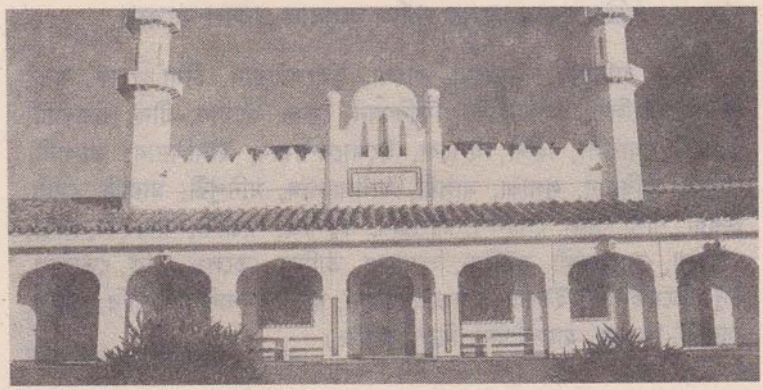

স্পেনের মসজিদ

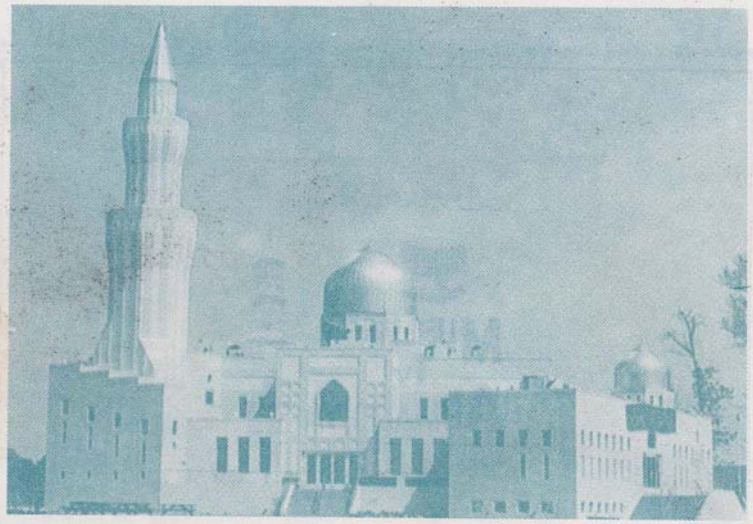

অষ্ট্রেলিয়ার মসজিদ

হামবুর্গ মসজিদ

لا اله الا الله محمد رسول الله

MUSLIM TV AHMADIYYA
INTERNATIONAL

দিবারাত্র প্রচাররত
একমাত্র মুসলিম টেলিভিশন (MTA)

মুসলিম টেলিভিশন আহ্‌মদীয়া পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশে নানা ভাষায় ইসলাম প্রচার করে চলেছে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা, তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা এবং যুগ-খলিফার খুতবা সরাসরি প্রচার করে থাকে। ডিশের বর্তমান অবস্থান ৫৭° ডিগ্রী ইষ্ট (East) এবং ভিডিও ফ্রিকোয়েন্‌সি ১০৯০ ও ৯৭৫-এর মধ্যে। অডিও ফ্রিকোয়েন্‌সি ৬.৫০তে অনুষ্ঠান শুনতে পারেন। বাংলায় অনুষ্ঠান শুনতে পারেন ৭.৩৮-৪০ বা ৪২ মেগাহার্ট্‌সে।

আহ্‌মদীয়ত সম্বন্ধে জানতে হলে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১